কৃষিই সমৃদ্ধি

সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান
বেশি করে সবজি খান

কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭

৫-৭ জানুয়ারি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২২ পৌষ ১৪২৩
০৫ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫-৭ জানুয়ারি 'জাতীয় সবজি মেলা-২০১৭' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় সবজি মেলার এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান' অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

নানা ভিটামিন ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ শাকসবজি আমাদের দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি কর্মোদ্যমী করে তোলে। দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে শাকসবজির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি, উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশ হিসেবে রপ্তানিও করছে। সুস্থ জাতি গঠনে জনগণের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পর পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও জরুরি।

আমাদের মাটি ও জলবায়ু বিভিন্ন শাকসবজি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রতিটি আবাদযোগ্য জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মৌসুমে শাকসবজির চাষাবাদ করলে একদিকে যেমন পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে আর্থিকভাবে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সবজি আবাদ ও উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অগ্রযাত্রার এ ধারাকে টেকসই রূপ দিতে সারাবছর চাষ উপযোগী সবজির জাত ও কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জাতীয় সবজি মেলা-২০১৭ এর আয়োজনের মধ্য দিয়ে সবজি আবাদ, সরবরাহ ও বিপণন, সংরক্ষণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণ যথেষ্ট উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭' সফল হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান'

মোঃ হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৫.৯৬% এবং ৪৭.৫% শ্রম শক্তি এ খাতে নিয়োজিত (বিবিএস ২০১৫)। এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এখনও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। বিবিএস ২০১৪-১৫ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ১০ লাখ এবং প্রতি বছর ২০ লাখ লোক জনসংখ্যায় যোগ হচ্ছে। ২০৪৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১.৩৭% হারে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২২.৫ কোটি হবে। এ বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শাকসবজিসহ খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ আবশ্যক। দেশে মোট কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন হেক্টর যার মধ্যে প্রায় ৭৫% জমি দানাদার ফসলের আওতাভুক্ত এবং সবজি চাষের আওতায় রয়েছে প্রায় ১০% জমি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে যা আমাদের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের সাফল্যের স্বীকৃতি। সবজি উৎপাদন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সরকারের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ফলে স্বল্প বিনিয়োগে গ্রামীণ নারী সমাজ সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করায় গ্রামীণ দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং পাশাপাশি যুবকদেরও ব্যাপক কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণ হচ্ছে।

শাকসবজি এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যান ফসল। শাকসবজিতে আছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যোপাদান ও ভিটামিন যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কাজেই দেহকে সুস্থ-সবল রাখতে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ সবজি খাওয়া দরকার। শাকসবজিতে প্রায় ৭৫-৯০ ভাগই পানি থাকে যা দেহের রক্তকে তরল রাখে, খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ও শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন অন্তত ২২০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন যার বিপরীতে মাত্র ৭০ গ্রাম শাকসবজি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে জনপ্রতি দৈনিক প্রায় ১৫০ গ্রাম শাকসবজির ঘাটতি রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের জন্য শাকসবজির উৎপাদন বাড়ানো, বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশের শাকসবজির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। তাছাড়া সবজি চাষে অন্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভ, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, পতিত জমির ব্যবহার, রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সৃষ্টি করা যায়। বাংলাদেশে ২০১৫-১৬ সালে শাকসবজির আওতায় মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৮.৪৫ লাখ হেক্টর ও মোট উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১.৫ কোটি মেট্রিক টন। গবেষণায় জানা যায় যে, ধান চাষের চেয়ে শাকসবজি চাষে প্রায় ৩.৫ গুণ বেশি লাভ হয়। ফুলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি ও বেগুনে আয়-ব্যয়ের অনুপাত যথাক্রমে ১.৬, ১.৭, ১.৮ ও ৩.২ (Hassan et al. ২০০৫)।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তাই তিনি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন এবং একের পর এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য কৃষি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। বর্তমান কৃষি ও কৃষকবান্ধব সরকার সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে ও নিরলস পরিশ্রমে বাংলাদেশের কৃষি আজ বিশ্ব মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

দক্ষিণ এশিয়ার জনবহুল এ দেশটি আজ সারা বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশের সাফল্য থেকে অন্যান্য দেশকে অভিজ্ঞতা নিতে বলা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এর আগে ১৯৯৯ সালে 'সেরেস পদকে' ভূষিত করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের 'ভাসমান সবজি চাষ' প্রযুক্তি বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী (World Heritage) চাষ পদ্ধতির স্বীকৃতি পেয়েছে এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিপত্র দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সর্জান পদ্ধতি, একই সঙ্গে ধান ও মাছ চাষ, পাহাড়ে জুম চাষ, মাশরুম চাষ, ঘেরের আইলে সবজি চাষ বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতির সম্ভাব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে বার্ষিক আলু উৎপাদন প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন। বছরে প্রায় ১ লাখ মেট্রিক টন আলু বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজিও বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। শাকসবজি ও আলু রপ্তানিতে সরকার ২০% প্রণোদনা দিয়ে রপ্তানিকারকদের উৎসাহ দিচ্ছে। এদেশের শাকসবজি সুস্বাদু বিধায় বিদেশে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৪-১৫ সালে প্রায় ৩৮,০০০ মেট্রিক টন তাজা শাকসবজি বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এছাড়া শহরের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেও প্রক্রিয়াজাতকৃত সবজি বিক্রি হচ্ছে এবং মাথাপিছু সবজি গ্রহণের পরিমাণও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি দৃশ্যমান। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জোগান, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন, মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়া, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি প্রতিটি ধাপে উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অন্য সংস্থাগুলো কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে। সেই লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সবজির শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদনের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সবজির নানাবিধ গুণাবলি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় সবজি মেলার প্রতিপাদ্য 'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান' এবং সেমিনারের শিরোনাম 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্যবিমোচনে বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় নিরাপদ সবজি চাষ'। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি প্রায় ১৫০ রকমের সবজি চাষ করা হয়। নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হওয়ায় সারা বছর ধরে নানা রকম সবজি যেমন- বেগুন, পটোল, টমেটো, ঢেঁড়স, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, করলা, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দ্রুত সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবজি শুধু সবজি হিসেবেই খাওয়া হচ্ছে না, তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জুস, সস্, স্কোয়াস, চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করে অমৌসুমে খেয়ে পুষ্টির অভাব দূর করা হচ্ছে। কৃষি প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সারা বছর ধরে সবজি চাষ করা যায় বলে আরও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

তিন দিনব্যাপী সবজি মেলাতে অংশগ্রহণকৃত শতাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টল দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেলাকে আকর্ষণীয় করতে উদ্বোধনী দিন ৫ জানুয়ারি ২০১৭ একটি আকর্ষণীয় র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ওইদিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ এবং পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্যবিমোচনে বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় নিরাপদ সবজি চাষ' বিষয়ে অনুষ্ঠেয় সেমিনার জনগণকে শাকসবজি উৎপাদন ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ পৌষ ১৪২৩
৫ জানুয়ারি ২০১৭

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারের সবজি মেলার প্রতিপাদ্য "সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে খাদ্যশস্য দেশের বাইরে রপ্তানিও করা হচ্ছে। আমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন। পুষ্টি চাহিদা মেটাতে শাকসবজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাকসবজি ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজন মিটিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে। আমাদের উর্বর মাটি ও আবহাওয়া সবজি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। স্বল্পসময়ে অল্প খরচে সারাবছর আবাদ করা যায় বিধায় শাকসবজি চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই কৃষির উন্নয়নে কাজ করেছে। আমরা কৃষির সার্বিক উন্নয়নে কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, কৃষকদের সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগসহ তাঁদের নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের বিজ্ঞানীরা বছরব্যাপী আবাদ উপযোগী শাকসবজির জাত উদ্ভাবন করেছেন। আমরা আরও উন্নত ও উচ্চফলনশীল শাকসবজির জাত উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছি। এ সকল পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে শাকসবজিসহ সকল কৃষি উৎপাদনে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, পুষ্টিসমৃদ্ধ, মেধাবী জাতি গঠনে আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি আশা করি, 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭' শাকসবজি ও পুষ্টির বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সুস্থ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত বছরের ন্যায় এ বছরও ৫-৭ জানুয়ারি ২০১৭ জাতীয় সবজি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭-এর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য 'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান' অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 'সেরেস' পদকে ভূষিত করে। স্বাধীনতার পর থেকে গত চার দশকেরও বেশি সময়ে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে এবং দেশে কৃষি জমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে; তথাপিও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণেরও বেশি। বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা তথা সকল নাগরিকের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার মধ্য দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ও জিএমও জাতের কৃষিপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, জৈবিক পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জৈবসার সুষম সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করে মাটির গুণাগুণ উন্নতকরণ, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ, কৃষি বিষয়ক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে লবণাক্ততা, খরা, ঠাণ্ডা এবং জলমগ্নতা সহিষ্ণু স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন, মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট সম্পন্ন অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে প্রণোদনা প্রদান, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে সেচের পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যারিড ও ফিতা পাইপ স্থাপন ও বৃষ্টির পানি সরবরাহ করার জন্য পাতকুয়া (Dug well) নির্মাণ এবং সর্বোপরি কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ফলে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়ছে এবং পেশা হিসেবে কৃষি জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে বাণিজ্যিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে পরিবর্তিত জলবায়ুতে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মিটানো কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের আবহাওয়া বছরব্যাপী শাকসবজি চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ১৫৩ লাখ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় পুষ্টিসহ ভিটামিন এ, বি, সি, ফলিক এসিড, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, খনিজ পদার্থ ও লৌহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উৎস হলো সবজি। বছরব্যাপী সবজি উৎপাদিত হলে তা স্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে সাথে গ্রামীণ দারিদ্র্যবিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি খামার করে এবং সবজি রপ্তানি করে শিক্ষিত বেকার যুবকদেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে।

বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি প্রায় ১৪২ ধরনের সবজির চাষ করা হয়। এক সময়ে সবজির উৎপাদন ছিল খুবই কম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যার ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে খাদ্য রপ্তানির দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিবেচনায় বাংলাদেশের স্থান এখন পৃথিবীতে তৃতীয়। এছাড়াও ১৬ কোটি মানুষের ছোট্ট এ দেশটি আজ বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষ বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতির স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

বর্তমানে সারাবছর ধরে হরেক রকমের সবজি যেমন- বেগুন, পটোল, ঢেঁড়স, টমেটো, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, করলা, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জুস, কেচাপ, স্কোয়াস, চাটনি, সস, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করে অমৌসুমে জনগণের পুষ্টির অভাব দূর করা সম্ভব হচ্ছে। সবজি সারাবছর ধরেই চাষ করা যায় বলে কৃষি প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু সবজি উৎপাদনই নয়, এর যথাযথ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

শাকসবজি চাষ অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। উচ্চ মূল্যমানসম্পন্ন ফসল বিশেষ করে সবজি উৎপাদনে উন্নত বীজ, উন্নত প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল অর্থাৎ উত্তম কৃষি পদ্ধতি (Good Agricultural Practice) অনুসরণ করতে হবে, যাতে উৎপাদিত গুণগত মানসম্পন্ন সবজি দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা সম্ভব হয়। বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এ মেলার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী, এমপি)

মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এ বছরও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫ থেকে ৭ জানুয়ারি জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান' অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। পুষ্টি সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সবজির ভূমিকা অপরিসীম। বিগত কয়েক বছরে আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে সবজি চাষের ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক আধুনিকায়ন। এখন সবজি চাষে আমরা বিশ্বে তৃতীয়। এ সফলতা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

কৃষিবান্ধব এ সরকার সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষকদের সবজি চাষে উৎসাহিত করছে ফলে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে এরই মধ্যে যুগোপযোগী অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ হয়ে থাকে। সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ সবজি খাওয়া অপরিহার্য। সবজি উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংগ্রহত্তোর বালাই ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্য জোরদার করতে হবে।

আমি জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ৫-৭ জানুয়ারি ২০১৭ দ্বিতীয়বারের মতো 'জাতীয় সবজি মেলা' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। দেশব্যাপী আয়োজিত এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭' এর প্রতিপাদ্য "সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান" পুষ্টির নিরাপত্তা ও সবজি চাষে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর হবে।

বিগত বছরগুলোতে কৃষিতে অর্জিত অভাবনীয় সাফল্যের ধারাক্রমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টির চাহিদা পূরণের বিষয়টিও আমাদের ভাবনায় এসেছে। শুধু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ব্যতীত শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশও আসে সবজি থেকে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া সবজি চাষের জন্য অনুকূল। চাষযোগ্য জমি ছাড়াও পতিত জমি ও বসতবাড়ির আশপাশে বছরব্যাপী নানা রকমের শাকসবজির আবাদ করা যায়। এতে করে আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকেও আমরা শক্তিশালী করতে পারি।

সবজি উৎপাদনসহ বাংলাদেশের সবজিভিত্তিক কৃষিশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতী